ত্রিপুরা সরকার
তথ্য ও সংস্কৃতি অধিকার
****

স-৪১১৩
আগরতলা, ২০ মার্চ, ২০২০

বিধানসভা সংবাদ

বিধানসভায় ২০২০-২১ অর্থবছরের জন্য ১৯৮৯১.৬০ কোটি টাকার বাজেট প্রস্তাব পেশ

উপমুখ্যমন্ত্রী তথা অর্থমন্ত্রী যীষ্ণু দেববর্মা আজ রাজ্য বিধানসভায় ২০২০-২১ অর্থবছরের জন্য ১৯৮৯১.৬০ কোটি টাকার বাজেট প্রস্তাব পেশ করেছেন। এই বরাদ্দ ২০১৯-২০ অর্থবছরের বাজেট বরাদ্দের তুলনায় ১৩.৪৬ শতাংশ বেশি। ২০১৯-২০ অর্থবছরের জন্য ১৭৫৩০.৪৬ কোটি টাকার বাজেট প্রস্তাব পেশ করা হয়েছিল। উপমুখ্যমন্ত্রী তথা অর্থমন্ত্রী আজ রাজ্য বিধানসভায় ২০২০-২১ অর্থবছরের জন্য যে বাজেট প্রস্তাব পেশ করেছেন তাতে মোট প্রাপ্তির পরিমাণ ১৯,৩৮০.১৯ কোটি টাকা ধরা হয়েছে। বাজেট বরাদ্দে মোট ঘাটতির পরিমাণ দেখানো হয়েছে ৫১১.৪১ কোটি টাকা। ২০২০-২১ অর্থবছরের বাজেটে কোনও নতুন করের প্রস্তাব করা হয়নি। উপমুখ্যমন্ত্রী জানান, কর বাবদ রাজস্ব সংগ্রহ বৃদ্ধি করা হবে মূলতঃ উপযুক্ত কর ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে। তিনি বলেন, এ বছরের বাজেট প্রস্তাবে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা করা হয়েছে। জনজাতি ও তপশিলী জাতি অংশের জন্য আলাদা বাজেট বরাদ্দ রাখা হয়েছে। এ ব্যাপারে My Govt Tripura পোর্টালের মাধ্যমে জনগণের রায়ও নেওয়া হয়েছে। তাদের রায় এক্ষেত্রে খুব কাজ দিয়েছে বলে উপমুখ্যমন্ত্রী জানান। ২০২০-২১ অর্থবছরের বাজেট প্রস্তাবে অর্থ দপ্তর ছাড়া সবচেয়ে বেশি বরাদ্দ ধরা হয়েছে শিক্ষা (এলিমেন্টারী, বিদ্যালয়, উচ্চশিক্ষা, সমাজকল্যাণ ও সমাজশিক্ষা এবং যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া) দপ্তরের ক্ষেত্রে। এই দপ্তরের বাজেট বরাদ্দ মোট বরাদ্দের ১৯.৮০ শতাংশ। এরপর রয়েছে গ্রামোন্নয়ন ও পঞ্চায়েত দপ্তর। এই দপ্তরের মোট বরাদ্দ ১০.১৬ শতাংশ। পূর্ত দপ্তরের মোট বরাদ্দ ৯.৭২ শতাংশ। স্বরাষ্ট্র দপ্তরের মোট বরাদ্দ ৮.২১ শতাংশ। সবচেয়ে বেশি অর্থ বরাদ্দ রয়েছে অর্থ দপ্তরের ক্ষেত্রে। এই দপ্তরের মোট বরাদ্দ ২৭.৪৮ শতাংশ। উপমুখ্যমন্ত্রী তথা অর্থমন্ত্রী আজ রাজ্য বিধানসভায় ২০২০-২১ অর্থবছরের যে বাজেট বরাদ্দের প্রস্তাব পেশ করেছেন তাতে রাজ্যের নিজস্ব কর বাবদ রাজস্ব সংগ্রহের পরিমাণ ২,৪৩৯ কোটি টাকা ধরা হয়েছে যা ২০১৯-২০ অর্থবছরের সংশোধিত বাজেট বরাদ্দের তুলনায় ১১.৬১ শতাংশ বেশি।

উপমুখ্যমন্ত্রী বলেন, আমাদের কাছে একটা বড় সন্তোষজনক বিষয় হচ্ছে গত দু'বছর যাবৎ রাজ্য ২৩ শতাংশ বার্ষিক প্রবৃদ্ধির হার বজায় রাখতে সক্ষম হয়েছে। এজন্য বিভিন্ন ধরণের পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। যেমন জি এস টি করের পরিধি প্রায় ৫০ শতাংশ বাড়ানো হয়েছে। এছাড়া কর ফাঁকি দেওয়া বন্ধ করতে ও সঠিকভাবে কর সংগ্রহের জন্য ট্যাক্স ইন্টিলিজেন্স ইউনিট গঠন করা, কর জমা দেবার ক্ষেত্রে কর প্রদানকারীদের সহায়তা ও পরামর্শদান, সচেতনতামূলক কর্মসূচি ইত্যাদি হাতে নেওয়া হয়েছে। অর্থমন্ত্রী বলেন, পেশা কর প্রদানের জন্য একটি অনলাইন পোর্টাল চালু করা হয়েছে এবং এর মাধ্যমে কর প্রদানও শুরু হয়েছে। ফলে সরকারি কর্মচারী ছাড়া অন্যান্য কর্মচারীদের কর প্রদান ১৬ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। আবগারি শুল্ক আদায়ের ক্ষেত্রেও বিভিন্ন পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। উপমুখ্যমন্ত্রী এছাড়াও আজ ২০১৯-২০ অর্থবছরের অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দের দাবীও পেশ করেছেন।

*****